বীরভূম জেলা পরিষদ
সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১
Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP
(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩
sabhadhipati-bir@nic.in
aeozp-bir@nic.in
secyzp-bir@nic.in

১৪/১২/২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলাস্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্য্যবিবরনীঃ-

মাননীয়া সভাধিপতি বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয়ার সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় নানুর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় জেলার পঞ্চায়েত মেলা আগামী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সভাকে জ্ঞাত করেন। এই মেলা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা পূর্বক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিকগুলি বর্ননা করেন।

মাননীয় উপ সচিব বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় আলোচ্যসূচী মোতাবেক পর্যালোচনা করার জন্য প্রস্তাব দেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প ঃ-

পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত মোতাবেক এই কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। টাকার খরচা, এম.আই.এস এন্ট্রি করে যথাযথ ভাবে ডিমান্ড হলেই টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিকমত কাজ করছে না তাদের টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য এবং যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ করছে তাদের চাহিদা মত টাকা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন।

কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় আরও মেটিরিয়্যাল বেসড কাজ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪র্থ কোয়ার্টারের কাজ সঠিক ভাবে ও সময়ে সম্পন্ন করার জন্য, ৩য় কোয়ার্টারের কাজ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এম.পি.আর-এর সঙ্গে এম.আই.এস-এর সাদৃশ্য বজার রাখতে হবে। জেলাগত পারফরমেন্সের থেকে যেসব পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত পিছিয়ে আছে তাদের এ বিষয়ে সজাগ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কম্পিউটার লগ সিট মেইন্টেন্স করে সঠিক ভাবে কাজ করার জন্য জানানো হয়। লাভপুর ও খয়রাশোল, এম.আই.এস এন্ট্রির ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাদের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দিতে বলা হয়।

ব্লক মোতাবেক এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ-র স্ট্যাটাস রিপোর্ট (খরচ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২০১১-১২ আর্থিক বর্ষের জন্য এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ-র বার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত রিপোর্ট কোন ব্লকের কি অবস্থা সে বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত বিশদ আলোচনা হয় এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই পরিকল্পনা জমা দিতে হবে।

ইন্দিরা আবাস যোজনা ঃ-

মহকুমাগত ভাবে এই প্রকল্পে বিভিন্ন ব্লকের গত ৩০/১১/২০১০ তারিখ পর্যন্ত অবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় মহঃ বাজার ব্লকের আলোচনায় টেন্টেটিভ বেনিফিসিয়ারিদের তালিকা সকল রাজনৈতিক দলের ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল সেই মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট বি.ডি.ও. মহাশয় সেই মোতাবেক কাজ হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। এরপর সভার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এখন থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাডভাইস-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের টাকা দেওয়া হবে, এতে টাকা খরচা দ্রুত হবে।

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় খরচার হার বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব রাখেন।

মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় স্বনির্ভর দলকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সকল নির্বাহী আধিকারিককে অনুরোধ করা হয় যে, ডিসেম্বর মাসে মোট খরচা ৭৫ শতাংশ করতে হবে।

বি.আর.জি.এফ, পঞ্চায়েত সমিতি শেয়ার ও গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ার ঃ-

গত ৩০/১১/১০ তারিখ পর্যন্ত এই স্কিমের কাজের ব্লক মোতাবেক আলোচনায় সভা জ্ঞাত হয় যে, কয়েকটি ব্লকের কাজ খুবই মন্থর গতিতে চলছে। এ প্রসঙ্গে মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় বলেন যে, এই কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির একটি ভুমিকা থাকে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও দরকার না হলে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে।

বি.আর.জি.এফ স্কিমের আগামী বর্ষের বার্ষিক পরিকল্পনা জমা দেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হল এবং যেসব পরিকল্পনা এখনও জমা পড়েনি সেগুলি শীঘ্রই জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে ডি.সি.ডি.পি.এম.এউ, এস. আর. ডি এবং জেলা পরিষদের ডি.পি.এফ.সি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্ল্যান জমা পড়েনি সে প্রসঙ্গে মাননীয় জেলাশাসক মহাশয় সংশ্লিষ্ট বি.ডি.ও-দের উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্ল্যান নিজের মতো করে তৈরী করে জমা দেওয়ার জন্য বলেন, না হলে আরও দেরি হবে।

আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেসব প্ল্যান জমা পড়বে না তাদেরকে বাদ দিয়েই অন্যান্য প্ল্যনগুলি রাজ্যে পাঠানো হবে।

সবশেষে ব্লক মোতাবেক গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ার নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় বলেন এই স্কিমের টাকা সব সময় আসতে আছে বলে ঘাটতি হওয়ার ব্যাপার নেই।

ডেপুটি ডি.পি.আর.ডিও ঃ-

মাননীয় ডেপুটি ডি.পি.আর.ডিও মহাশয় সভায় আই.জি.এন.ও.এ.পি.এস ফান্ডের টাকা যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি এখনো খরচ করতে পারেননি তাঁদের খরচ করার জন্য বলেন।এবং যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ডের প্রয়োজন তাদের রিকুইজেশন দেওয়ার জন্য বলেন। সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি যাতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাপকদের টাকা ছেড়ে দেয়, তার জন্য বলেন।

সভায় প্রায় বি.ডি.ও মহাশয়গণ বলেন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে চেক ঠিক মতো পাচ্ছে না।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় জেলা সমাহর্ত্তা মহাশয়কে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন।

তিন মাস চেক ছাড়ার পরেও যারা পাননি তাঁদের একটি কেস জেলায় পাঠাবার জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন এক্সিস ব্যাঙ্ককে দিয়ে এই কাজ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

নলহাটী-১ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে পুরাতন পেনশন কেসগুলির ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চান। মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় বলেন আপনারা প্রথমে কারেন্ট কেশগুলি ছাড়ুন তার পর পেন্ডিং কেশগুলি পরে ছাড়বেন।

মহঃবাজার পঞ্চায়েত সমিতিকে জাতীয় ফ্যামিলি বেনিফিট স্কীম উপভোক্ত না পাওয়া প্রসঙ্গে বলা হয় যে বি.পি.এল তালিকায় যাঁদের নাম আছে,তারা জীবিত আছে কিনা তা চিন্হিত করণ করার জন্য বলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ডেথ রেজিস্টার-এক থেকে মৃত ব্যাক্তিদের না দেখতে হবে। অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতিকেও এই কাজ করার জন্য বলেন।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় বলেন সভায় বলেন বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে পড়ে আছে। তা ছাড়ার জন্য বলেন।

আম আদমী বীমা যোজনা ঃ-

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় আম আদমী বীমা যোজনা বিষয়ে বলেন এর নতুন অর্ডার এসেছে তা ইন্টারনেটে দেওয়া আছে দেখার জন্য বলেন। এর প্রতিলিপি বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো হচ্ছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়ে পিং মাসে/১০জন করে বেনিফিসিয়ারী করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ পঞ্চায়েত সমিতি এই কাজ করেন নাই। পুনরায় এ বিষয়ে জোর দিয়ে আগামী মাস থেকে এউ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য বলা হল।

ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয় বলেন কিভাবে টাকা আদায় করা যাবে,আদায়কারী নেই। আদায়কারী দেওয়ার জন্য বলেন।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় প্রস্তাব রাখেন সম্পদকর্মীদের দিয়ে এই কাজ করানো যেতে পারে।

নলহাটী -২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বি.ডি.ও মহাশয় বলেন এথানে অক্টোবর মাসে ৯৫জন প্রফলাল করা হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত অন্য সকল পঞ্চায়েত সমিতিকে অনুসরণের জন্য বলা হল।

স্যানিটেশন ঃ-

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন স্যানিটেশনের ইউ.সি ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা ঠিক মতো ইউ.সি দিয়েছে তাঁদের রিকুইজিশন দিলে টাকা দেওয়া হবে।

স্যানিটেশন সেলের জেলা কো-অর্ডিনেটেক মহাশয় প্রতি সপ্তাহে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য বলেন।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন স্যানিটেশনের মার্টের মিটিং-এ জয়েন্ট বি.ডিও রা আসছে না কেন। প্রতি মাসের ৩ তারিখে এ মিটিং হওয়ার স্ট্যাডিং অর্ডার আছে।

স্বজলধারা ঃ-

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন স্বজলধারায় যে সমস্ত স্কীমগুলি চলছিল অথচ এখন নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি ঠিক করার জন্য টাকা দেওয়া যেতে পারে। ২৫০০ জনবসতি এলাকায় এই স্কীম করা যাবে।

১২ ফিনান্স কমিশন-এর পঞ্চায়েত সমিতির সেয়ার ঃ-

মাননীয় অতিরিক্ত উপসচিব বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয় সভায় বলেন,পঞ্চায়েত সমিতিগুলির গত দু মাসের খরচের হিসাব মিলছে না। কেশ এনালাইসিস ও মাসিক প্রতিবেদনের খরচার মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

সেকেন্ড ফিনান্স কমিশন-এর দু মাসের খরচের হিসাব মিলছে না।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন রিপোর্ট পাঠানোর সময় দেখে নেওয়ার জন্য বলেন। তিনি আরও বলেন ১৩ ফিনান্স কমিশন-এর প্রতিবেদনের ফর্ম পাঠানো হয়েছে,কিন্তু রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও ডিসেম্বর মাস থেকে এই প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য বলা হয়েছিল।

আর.আই.ডি.এফ ঃ-

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন আর.আই.ডি.এফ-১৩ন ং-এর টাকা নতুন আই.সি.ডি.এস বাড়ী তৈরী করার জন্য দেওয়া হয়েছে,তার ইউ.সি কোন ব্লকই দেননি। যে সমস্ত ব্লককে ৩১/১২/২০১০ তারিখের মধ্যে ইউ.সি দেওয়ার জন্য বলেন।

সভায় ইউ.সি ফর্মেট সমস্ত ব্লককে দেওয়া হল।

মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভায় বলেন ব্লকে যাঁরা রিপোর্ট তৈরী করেন তাঁরা ২৪ তারিখে জেলা পরিষদে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় পারস্পারিক ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হল।

অন্নপূর্ণা মুখার্জী

সভাধিপতি

বীরভূম জেলা পরিষদ

বীরভূম জেলা পরিষদ
সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১
Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP
(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩
sabhadhipati-bir@nic.in
aeozp-bir@nic.in
secyzp-bir@nic.in

পত্রাঙ্ক 2661 (69) বী. জেড. পি। তারিখ ২৭/১২/২০১০.

ইহার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল :-

১) সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২) সহকারী সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩) অধ্যক্ষ, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৪) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৫) সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৬) উপ সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৭-১৫) কর্মাধ্যক্ষ, সকল স্থায়ী সমিতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৬) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বীরভূম, সিউড়ী ।
১৭) জেলা বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৮) নির্বাহী বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৯) ডি.পি.ডি, ডি.আর.ডি.সি সিউড়ি, বীরভূম।
২০) ডি.এন.ও, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, সিউড়ী, বীরভূম ।
২১) জেলা সমন্বয়কারী, এস.আর.ডি সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২২) ডি.আই.ও, এন.আই.সি, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৩) সি.এম.ও.এইচ, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৪) পরিষদ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট অফিসার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৫) জেলা সমন্বয়কারী, স্যানিটেশন সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৬) জেলা নোডাল অফিসার, সি.এইচ.সি.এম.আই, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৭) সহ বাস্তুকার, পি.এইচ.ই, সজলধারা ।
২৮) সি.এ, জেলাসাশক, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৯) অফিস সুপার-ইন-টেনডেন্ট, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩০) প্রধান সহায়ক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩১) হিসাব রক্ষক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩২-৬৯) বি.ডি.ও, সভাপতি, সকল পঞ্চায়েত সমিতি, বীরভূম ।
--পঞ্চায়েত সমিতি ।

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
বীরভূম জেলা পরিষদ

D:\My Documents\Dt. Dev. Pl.& M Mtng\Forw.letter(DLRM).doc